দৈনিক ইত্তেফাক

শিক্ষা বোর্ডের অনিয়ম-অব্যবস্থা

তারিখ AUG. 22 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

51

স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পুরানো উদ্দেশ্য দিনে দিনে পাল্টাইয়া গিয়াছে। এককালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইত শিশু-কিশোর, তরুণ-তরুণীদের শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করার জন্য। আর আজকাল কিছু ব্যতিক্রম বাদে স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় বেকার উচ্চশিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের কর্মসংস্থানের জন্য। এ ব্যাপারে সরকারের বিধিবদ্ধ নিয়ম-নীতিও কোন কোন ক্ষেত্রে উপেক্ষা করা হয় বলিয়া জানা যায়। সরকারী নিয়ম রহিয়াছে তিন মাইলের মধ্যে একের অধিক স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করা যাইবে না। কিন্তু কোন কোন বেসরকারী উদ্যোক্তা এবং বোর্ডের একশ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তা তাহা মানেন বলিয়া মনে হয় না। বেসরকারী উদ্যোক্তাদের কেহ কেহ তিন মাইলের মধ্যে স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা থাকার পরও স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা খোলে এবং বোর্ড সেগুলিকে স্বীকৃতি এবং শিক্ষকদের সরকারী বেতন-ভাতা মঞ্জুর করে। বলা বাহুল্য, এ ব্যাপারে যে সরকারী নীতি রহিয়াছে ক্ষেত্রবিশেষে তাহা উপেক্ষা করিয়া গ্রামাঞ্চলে তো বটেই ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরগুলিতেও একের পর এক স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

ইত্তেফাকের রাজশাহী অফিস হইতে জানা গিয়াছে, রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড সরকারী নিয়ম উপেক্ষা করিয়া নাকি বিভিন্ন এলাকায় তিন মাইলের মধ্যে একাধিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ স্থাপনের অনুমতি দিয়াছে। কোথাও কোথাও তিনটি ইন্টারমিডিয়েট কলেজের স্বীকৃতি এবং শিক্ষকদের বেতন-ভাতাও অনুমোদন দিয়াছে। একটি কলেজের বোর্ডের স্বীকৃতি পাইতে কমপক্ষে তিন বছর প্রয়োজন হয়। কিন্তু তদবিরের মাধ্যমে তাহার অনেক কম সময়ে বোর্ডের স্বীকৃতি ও শিক্ষক অনুদান পাওয়া গিয়াছে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। রাজশাহী বোর্ডের নিয়ম-নীতির শৈথিল্য দিনে দিনে এ পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে যে; অর্থশালী কোন কোন ব্যক্তি তিন মাইলের মধ্যে একাধিক কলেজ থাকা সত্ত্বেও নূতন কোন কলেজের জন্য নাকি পাকা ভবন নির্মাণ করিতেছেন এই মনে করিয়া যে, বোর্ডের স্বীকৃতি ও শিক্ষক অনুদান পাওয়া কঠিন হইবে না। বগুড়া জেলার ধুনট থানায়ও এভাবে কলেজ নির্মিত হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইহা কাহারো অজানা নয় যে, দেশের সকল স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসায় পর্যাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী নাই। অন্যদিকে এক শ্রেণীর লোক এলাকায় স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা থাকা সত্ত্বেও তাহার সন্নিকটে আর একটি একই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে মূলতঃ তিনটি উদ্দেশ্য সামনে রাখিয়া। এক, তাহার বা তাহাদের সামাজিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। দুই, ইহার জন্য নিজেদের তেমন অর্থ ব্যয় হইবে না। কোনক্রমে ভাঙ্গাচোরা ঘর খাড়া করিতে পারিলে উচ্চশিক্ষিত বেকার তরুণেরা বিপুল অংকের ডোনেশন দিয়া প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক পদ গ্রহণ করিবে এবং কোনভাবে প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি আদায় ও শিক্ষকদের বেতন-ভাতার অনুমোদন লাভ করিলে আর কোন অসুবিধা হইবে না। সরকার তখন শিক্ষকদের বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের ভবন নির্মাণ, আসবাবপত্র ও প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ক্রয়ে প্রয়োজনীয় সকল অর্থ প্রদান করিবে। তিন, আত্মীয়-স্বজনসহ এলাকার মেধাবী হউক বা না হউক বেকার মাষ্টার্স ডিগ্রীধারী তরুণদের সরকারী অর্থে কর্মসংস্থান করা যাইবে। সমগ্র বাংলাদেশে প্রায় ক্ষেত্রেই এই ভাবে এবং এই লক্ষ্যে স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। ঢাকা শহরের একজনকে জানি যিনি তাঁহার মাষ্টার্স পাস বেকার মেয়েকে লেকচারার করার জন্য একটি ধান্ধাবাজ গ্রুপকে একটি মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য দশ লক্ষ টাকা ধার দিয়াছেন এবং মহিলা কলেজও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঢাকা শহরে গলিতে গলিতে কলেজের সাইনবোর্ড ঝুলিতে দেখা যায়।

বলাবাহুল্য, বাংলাদেশে ব্যাঙের ছাতার মত যত্রতত্র স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বহু কারণ রহিয়াছে। ইহার মধ্যে এক শ্রেণীর লোকের ব্যবসায়িক হীন উদ্দেশ্য ছাড়া রহিয়াছে বোর্ডের একশ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতি। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় শিক্ষা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যয় হয় কিনা, বরাদ্দকৃত অর্থের দ্বারা আমাদের সন্তানেরা ইপ্সিত শিক্ষা ও জ্ঞানলাভ করে কিনা তাহা যথাযথভাবে যাচাই করে কিনা সন্দেহ। শিক্ষা খাতে বরাদ্দ কেবল বৃদ্ধিই করিয়া যাওয়া হইয়াছে এবং এই বরাদ্দকৃত অর্থের এক উল্লেখযোগ্য অংশ উক্ত সকল কথিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অসাধু উদ্যোক্তা-পরিচালক ও এক শ্রেণীর শিক্ষক আত্মসাৎ করিয়া আসিতেছে। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য, এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে বেকারদের শিক্ষক-প্রভাষক হিসাবে নিয়োগ দান করা হয় তাহাদের অনেকেই মেধার ঘাটতি থাকার কারণে ডোনেশনের মাধ্যমে চাকুরী গ্রহণ করে। মেধাহীন, বিদ্যাহীন লোকের নিকট হইতে ছাত্র-ছাত্রীদের ভাল শিক্ষা লাভের প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং এই প্রতিষ্ঠানগুলির ছাত্র-ছাত্রীদের নকল ছাড়া পাস করারও উপায় থাকে না। অপরদিকে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী খুবই কম। অথচ এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের পিছনে যে পরিমাণ সরকারী অর্থ ব্যয় হয় তদ্দ্বারা কয়েক গুণ ছাত্র-ছাত্রীর পড়াশুনা সম্ভব। সরকারী শিক্ষা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ কাজে লাগাইতে চাহিলে, আমরা মনে করি, বোর্ডের সকল কর্মকর্তার নিকট হইতে সততা ও দক্ষতা আদায় করিতে পারিলেই তাহা করা যাইবে।